

চন্দ্রমুখী

-কামরুন নাহার

উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চল শীতল করতে
মেঘদূত ঘটা করে শ্রাবণে এলেন,
তবু মানব হৃদয় মাউন্ট সেন্ট হেলেন্স।

চন্দ্রমুখী ভরা গাঙে নিভিয়েছে ক্ষোভ,
ভাসমান দেহ যেন টুকরো বরফ,
অ্যান্টার্কটিকার ব্রান্ট আইস সেলফ।

তারে ছেড়ে চলে গেছে সংসারী শাড়ি,
অনাহারী, জলপূর্ণ গণেশ উদর,
কিশোরী সতীন দ্বারা লুণ্ঠিত বাসর।

কবিতার ব্যাখ্যা: উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চল বাংলাদেশে শ্রাবণে এতো বৃষ্টি ঝরে, তবু মানব হৃদয় শীতল হয় না। ওয়াশিংটনের জীবন্ত আগ্নেয়গিরি সেন্ট হেলেন্সের মতো মানব হৃদয়ে সব সময় আগুন জ্বলছে। সেই আগুন ছিল চন্দ্রমুখী নামের একটি মেয়ের হৃদয়েও। চাঁদের মতো সুন্দর, তাই নাম চন্দ্রমুখী। পার্থিব সব জ্বালা জুড়াতে সে ভরা গাঙে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। নিখর শরীর জলের ওপর এমনভাবে ভাসছে, যেন অ্যান্টার্কটিকার ব্রান্ট বরফ খণ্ড। স্রোতে ভেসে চলে গেছে পরনের শাড়ি, যা ছিল বিবাহিত জীবনের প্রতীক। অভাব অনটনের সংসারে প্রায়ই না খেয়ে থাকতে হতো। অস্থি-চর্মসার পেট নদীর জলে ভরে গণেশ দেবতার পেটের মতো ফুলে উঠেছে। অভাবও তাকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করে নি। আত্মহত্যার কারণ, লম্পট স্বামী তার অসামান্য সৌন্দর্যকেও উপেক্ষা করে অন্য একটি কিশোরী মেয়েকে বিয়ে করেছে। সেই সতীন কেড়ে নিয়েছে তার সোহাগের রাত অর্থাৎ বাসর ঘর।

*কামরুন নাহার বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ‘ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ’ (আইবিএস)-এর একজন পিএইচডি ফেলো। তার গবেষণার বিষয়- ‘বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা: প্রকৃতি ও কারণ’।